শিক্ষকের বেতন বাড়লেও শিক্ষার মান বাড়েনি

জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে

একটি জাতি সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতির বিকাশের ধারায় কতটা অগ্রসরমাণ তা অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষার ওপর। ব্যক্তিপর্যায় থেকে সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে মৌলিক ভূমিকা রাখে শিক্ষা। সভ্যতা ও সামাজিক অগ্রগতির মূল অনুঘটক শিক্ষাকে আরও অগ্রসর করতে সরকার ব্যয় বাড়িয়েছে। দুঃখজনক হচ্ছে, শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়লেও পিছিয়ে যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মান।

উল্লেখ্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতিসংঘের এসডিজি অর্জন, সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা, শিক্ষানীতি-২০১০ এবং সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষায় সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকার দক্ষ শিক্ষকও নিয়োগ দিচ্ছে। এমনকি শিক্ষকদের দক্ষ বানাতে নানা ধরনের প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। সরকার স্কুল জাতীয়করণ, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি, জীবনমান উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এরপরও শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন এবং শিক্ষার মানে হতাশাজনক চিত্র এসেছে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ফলে। এ যেন পর্যাপ্ত সার, পানি ও পরিচর্যা করেও মাঠ থেকে ভালো ফসল ঘরে না তোলার মতোই অবস্থা। জানা যায়, গেল বছর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ফল খারাপ হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)। তাদের তথ্যমতে, সমাপনী পরীক্ষায় গত বছর মোট ৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি। প্রতিটি বিদ্যালয়কেই কারণ দর্শানো চিঠি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার মান বাড়াতে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ প্রশাসনকে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, দায়িত্ব পালনে শিক্ষকরা প্রত্যাশা অনুযায়ী সফল নয়। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে না প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার। মাঠপর্যায়ের পরিদর্শনেও আছে দায়িত্বে অবহেলা। তাই প্রাথমিক শিক্ষার মানের চিত্র হতাশাজনক। এভাবে চলতে পারে না। সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে সবাইকে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

শিক্ষাকে বলা হয় জাতির মেরুদণ্ড। সে বিবেচনায় একটি জাতিকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে হলে অবশ্যই মেরুদণ্ড শক্ত করা প্রয়োজন। একটি জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হলো সে জাতির মানসম্মত শিক্ষা। তাই জাতীয় স্বার্থেই প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। এ জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) শিক্ষার মান বাড়াতে যে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছে তা বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।